সুমি ইসলামের প্রথম কাব্যগ্রন্থ ‘একাকিনীর আত্মযাপন’

অমর একুশে বইমেলায় সুমি ইসলামের প্রথম কাব্যগ্রন্থ ‘একাকিনীর আত্মযাপন’ প্রকাশিত হয়েছে।

এবারের বই মেলাতেই বইটি পাওয়া যাচ্ছে।

বিভিন্ন সময়ে তার লেখা এবং কবিতার সম্ভার নিয়ে এবারের বইমেলায় প্রকাশিত এই বইটির নাম ‘একাকিনীর আত্মযাপন’। বইটি পাওয়া যাচ্ছে ৬৯৭ নং স্টলের ‘আনন্দমের স্টলে’।

বইটিতে মূলত রোমান্টিক, প্রেম-ভালোবাসা, ভালোলাগা আর বাস্তবতার নিরিখে কথোপকথনের ভাষ্য নিয়ে নতুন প্রজন্মের পাঠক ও কিশোর-কিশোরীসগ সব বয়সের মানুষের জন্য চমৎকার কিছু কবিতার অবতারণা করা হয়েছে বইটিতে।

বইটির লেখার পেছনে সুমি ইসলাম বলেন, আমি নিজেকে খুঁজে বেড়াই আরেকটি আমিত্বের মধ্যে। এভাবেই আমি আমার নিজেকে খুঁজে পাওয়া হয় লেখনীর মধ্য দিয়ে। আর এই কবিতার বইয়ের মধ্যে আছে অনেক কিছু অচেনা, অজানার ভেতরেই নিজেকে খুঁজে পেয়ে চলি। এবং খুঁজে যায় অনবরত।

ব্ইটির লেখিকার জন্মস্থান কুষ্টিয়া শহরে। তিন ভাইবোনের মধ্যে তিনি সর্বকনিষ্ঠ। বড় দুই ভাইয়ের অপার স্নেহ বিশেষ করে বড় ভাইয়ের হাত ধরেই সাংস্কৃতিক অঙ্গনে আগমন। শিক্ষাজীবন থেকে একাধারে আবৃত্তি, জারিগান, একক অভিনয় ও লেখালেখিতে বিচরণ করেছেন। কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্বববিদ্যালয় থেকে আইন বিষয়ে মাস্টার্স পাশ করা এই লেখিকা বর্তমান ঢাকায় একটি প্রতিষ্ঠানে চাকরি করছেন। চাকরি ও ঘরকন্নার পাশাপাশি লিখে যাচ্ছেন অবিরত। তার কবিতা বিভিন্ন অনলাইন পত্রিকায় প্রকাশিত হলে এবারও তিনি প্রথম কাব্য গ্রন্থটি প্রকাশের প্রয়াসী হয়েছেন আরো লিখে যাচ্ছেন।

বিষয় বিচিত্রতা আর বাস্তবতার নিরিখে লেখা বইটির ভিন্ন স্বাদ আর নতুন মলাটের গন্ধে বইটি একটু হলেও পাঠকের মনকে দোলা দেবে বলেই

লেখকের বিশ্বাস। তিনি আশা করেন, তার লেখা প্রথম এ কাব্যগ্রন্থ ‘একাকিনীর আত্মযাপন’ বইটি পাঠকের হৃদয় ছুঁয়ে যাবে।

মেপ্র/আরপি

মেহেরপুর গণপূর্ত’র নির্বাহী প্রকৌশলী জাকির হোসেনকে স্ট্যান্ড রিলিজ

মেহেরপুর গণপূর্ত বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী জাকির হোসেন কে স্ট্যান্ড রিলিজ করা হয়েছে।

গত ৭ জানুয়ারী গণপূর্ত অধিদপ্তরের ২৫.৩৬.০০০০.২১৫.১৯.১০৩.১৭-৫১ নম্বর স্মারকে প্রধান প্রকৌশলী আশরাফুল আলম সাক্ষরিত এ সংক্রান্ত একটি প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়। তাকে কোন জেলায় পদায়ন না দিয়ে প্রধান কার্যালয়ে রিজার্ভ রাখা হয়েছে।

একই সাথে আরও ৫ জন নির্বাহী প্রকৌশলীকে বিভিন্ন জায়গায় বদলী করা হয়েছে। সেই সাথে গত ৯ জানুয়ারীর মধ্যে বদলীকৃত স্থানে যোগদান করার নির্দেশ দেওয়া হয়।

২০১৯ সালের ডিসেম্বরের ২তারিখে দৈনিক মেহেরপুর প্রতিদিন পত্রিকায় “মেহেরপুরের গণপূর্তের নির্বাহী প্রকোশলী জাকির হোসেনের বিরুদ্ধে নানা অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ” শিরোনামে একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়। এ ধরণের সংবাদ প্রকাশ হওয়ার পর থেকে ওই কার্যালয় থেকে মেহেরপুর প্রতিদিন পত্রিকার সৌজন্য সংখ্যাও ফেরত দেওয়া হয়।

মেপ্র/এমএফআর

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

পূনর্বাসন দূরের কথা জোটেনি একটি কম্বলও

মুজিবনগরে জমি নাই ঘর নাই বাঁশ তলায় বসবাস করা বৃদ্ধ মা ও তার প্রতিবন্ধী ছেলেকে প্রশাসনের পক্ষ থেকে পূনর্বাসন করে দেবার কথা থাকলেও ঘর তৈরি তো দূরের কথা।

পূনর্বাসন হিসাবে একটি সরকারী কম্বলও পাইনি অসহায় পরিবার। এমনকি অসহায় পরিবারের করুন কাহীনি দেখতেও যায়নি উপজেলা প্রশাসনের কেউই। জানা গেছে, এ বছর শীতের শুরুতে মুজিবনগর উপজেলায় অসহায় ও দুস্থদের জন্য কম্বল বরাদ্ধ দেয় সরকার।

সেই কম্বল উপজেলা নির্বাহী অফিসার বাড়ি বাড়ি গিয়ে গরীবদের মাঝে বিতরণ করেছেন। কিন্তু একটি ডোবার পাশে বাশের মাঁচা ও উপরে বস্তা দিয়ে জরাজীর্ণ অবস্থায় ঘর বানিয়ে বসবাস করা সেই অসহায় পরিবারের ভাগ্যে জোটেনি একটিও কম্বল।

এ বিষয়ে স্থানীয়রা জানান, আমাদের মনে হয় না এদের মত অসহায় ব্যাক্তি আর আছে কিনা। শুনেছি গরীবদের জন্য সরকার বিভিন্ন ভাবে সহযোগীতা করে আসছে। কিন্তু আমাদের চোখের সামনে দুইজন মানুষ কত কষ্টে জীবন যাবন করছে তবুও এদের পাশে দাড়ানোর জন্য কেউ এগিয়ে আসছে না।

শুনেছি ইউএনও নাকি গরীবদের বাড়ি বাড়ি যেয়ে শীতের কম্বল দিয়ে আসছে। কিন্তু আমরা কোনদিন উপজেলা থেকে কোন মানুষকে এদের কাছে আসতেও দেখিনি।

উল্যেখ্য, গত ২ মাস আগে ঘর নেই জমি নেই, ডোবার পাশে জীর্ণ ঘরে স্থানে বৃদ্ধা মা ও প্রতিবন্ধী ছেলের বসবাস শীর্ষক অসহায় ব্যাক্তিদের নিয়ে মেহেরপুর প্রতিদিনসহ বিভিন্ন পত্রিকায় নিউজ প্রকাশিত হয়।

প্রকাশিত নিউজে তুলে ধরা হয়, দুই ভাই নিজের সংসার ও একমাত্র বোন স্বামীর সংসার নিয়ে ব্যস্ত। ছোট ভাই খুদির সড়ক দুর্ঘটনায় চিকিৎসার খরচ মেটাতে গিয়ে নিঃস্ব হলেও প্রতিবন্ধী হয়ে জীবনাযাপন করছেন। অসহায় ভাই-বোনরা খোঁজ না নিলেও তাঁকে ছাড়তে পারেনি মমতাময়ী মা হালিমা খাতুন। ছেলের চিকিৎসার জন্য জমি জিরাত বিক্রি

করেও ছেলেকে সুস্থ করে তুলতে পারেননি অসহায় মা। প্রতিবন্ধী ছেলেকে নিয়ে অবশেষে ঠাঁই হয়েছে একটি নোংরা ডোবার পাাশে।

নিচে বাঁশের মাঁচা ও উপরে বস্তা দিয়ে জীর্ণ ঘর বানিয়ে সেখানে বসবাস করছেন বৃদ্ধা মা ও ছেলে। অসহায় এ গল্পটি মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার নাজিরা কোনা গ্রামে। শায়েস্তা খাঁন নামের এক জনের করুণায় মা ও ছেলের ঠাই হয়েছে সেখানে। সরকারী ভাবে অসহায়দের সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনির আওতায় পূনর্বাসন করা হচ্ছে। কিন্তু অসহায় এই বৃদ্ধা ও তার প্রতিবন্ধী ছেলের ভাগ্যে জোটেনি তেমন কিছুই। সমাজসেবা অধিদফতর কর্তিক বয়স্ক ভাতার কার্ডের টাকা ও প্রতিবেশিদের সাহায্যের টাকায় কোনরকম খেয়ে দেয়ে দিন কেটে যাচ্ছে তাদের।

মেপ্র/এমইএম

ইরাকে দুই মার্কিন ঘাঁটিতে ইরানের হামলা (ভিডিওসহ)

ইরাকে অবস্থিত মার্কিন সামরিক ঘাঁটি ‘আইন আল-আসাদ’ এবং ‘ইরবিল’ এর ওপর ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়েছে ইরানের ইসলামি বিপ্লবী গার্ড বাহিনী (আইআরজিসি)।

আজ বুধবার ভোররাতে এক বিবৃতিতে আইআরজিসি জানিয়েছে, লেফটেন্যান্ট জেনারেল কাসেম সোলাইমানির ওপর আগ্রাসী মার্কিন সেনাদের সন্ত্রাসী ও অপরাধমূলক হামলার কঠোর জবাব দিতে ইরাকে দুটি মার্কিন ঘাঁটিতে মিসাইল হামলা চালিয়েছে ইরান। পশ্চিম ইরাকের মার্কিন বিমান ঘাঁটি আইন আল-আসাদ এবং উত্তরের ইরবিল ঘাঁটিকে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেয়া হয়েছে বলে জানায় আইআরজিসি। আইন আল-আসাদের হামলার এক ঘণ্টার ব্যবধানে উত্তরের ইরবিল ঘাঁটিতে হামলা চালায় ইরান। পেন্টাগন এই হামলার কথা নিশ্চিত করেছে। তবে এখন পর্যন্ত হামলার ফলাফল সম্পর্কে কিছু বলা হয়নি।

আইআরজিসির বিবৃতিতে বলা হয়েছে, জেনারেল সোলাইমানিকে হত্যার কাপুরুষোচিত পদক্ষেপের ‘কঠোর প্রতিশোধ’ নেয়ার প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন শুরু হয়েছে। আজ (বুধবার) ভোররাতে ইরাকে অবস্থিত মার্কিন বিমানঘাঁটি ‘আইন আল-আসাদ’র ওপর ভূমি থেকে ভূমিতে নিক্ষেপযোগ্য অসংখ্য ক্ষেপণাস্ত্র বর্ষণ করে ঘাঁটিটিতে গুঁড়িয়ে দেয়া হয়েছে।

অভিযানটির নাম দেয়া হয়েছে ‘শহীদ সোলাইমানি’ এবং এই অভিযানের মাধ্যমে যে ‘মহান বিজয়’ অর্জিত হয়েছে সেজন্য বিবৃতিতে ইরানের মুসলিম জাতিকে অভিনন্দন জানানো হয়েছে।

মার্কিন প্রতিরক্ষা দপ্তর পেন্টাগন বলেছে, তাদের ঘাঁটিতে এক ডজনেরও বেশি ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র আঘাত হেনেছে।

ইরাকের উত্তরাঞ্চলীয় ইরবিল শহরের মার্কিন ঘাঁটিতেও ক্ষেপণাস্ত্র আঘাত হেনেছে বলে পেন্টাগন নিশ্চিত করেছে।

এদিকে, ইরাকের আল-মায়াদিন টেলিভিশন চ্যানেল তাদের সংবাদদাতাদের বরাত দিয়ে জানিয়েছে, ইরবিল বিমানবন্দরের কাছে অবস্থিত একটি মার্কিন ঘাঁটিতেও ক্ষেপণাস্ত্র আঘাত হেনেছে। হামলার পর ওই বিমানবন্দরের ফ্লাইট ওঠানামা বন্ধ করে দেয়া হয়েছে।

আইআরজিসি’র বিবৃতিতে ‘বড় শয়তান’, ‘রক্তপিপাসু’ ও ‘দাম্ভিক’ যুক্তরাষ্ট্রকে কড়া ভাষায় হুঁশিয়ার করে দিয়ে বলা হয়েছে, যদি আবার কোনো ‘শয়তানি’ করা হয় কিংবা কোনো আগ্রাসন বা উসকানি চালানোর চেষ্টা করা হয় তাহলে ওয়াশিংটনকে এর চেয়ে ‘বেদনাদায়ক’ ও ‘বিপর্যয়কর’ জবাব দেয়া হবে।

একইসঙ্গে বিবৃতিতে যুক্তরাষ্ট্রের যেসব মিত্র দেশ তাদের ঘাঁটিগুলোকে এই সন্ত্রাসী রাষ্ট্রের হাতে তুলে দিয়েছে তাদের প্রতিও হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, যে দেশের ভূমি থেকেই ইরানের ওপর হামলা চালানো হবে সেই দেশেরে ওপরও আক্রমণ চালানো হবে।

সূত্র : পার্স টুডে, এপি, আইআরআইবি

দখল আর দুষণে ঝিনাইদহের নদ-নদীগুলো এখন মরা খাল

দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের সীমান্তবর্তী জেলা ঝিনাইদহ। জেলার ৬ টি উপজেলার বুক চিরে বয়ে গেছে ১২ টি নদ-নদী। কিন্তু খননের অভাব আর দখলদারদের কারণে নদীগুলো পরিণত হয়েছে মরা খালে।

এখন আর যৌবন নেই নদ নদীগুলোতে। পাওয়া যায়না দেশীয় প্রজাতির মাছ। শুষ্ক মৌসুমে পানি থাকেনা। সেখানে চাষ করা হয় ধান, পাট, সরিষাসহ নানা ফসলের।

এই সুযোগে নদীর পাড়ের জায়গা দখল করতে ব্যস্ত দখলদাররা। ঝিনাইদহে নদীর জায়গা দখল করে গড়ে উঠছে ঘরবাড়ি, দোকানপাট ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান।

জানা যায়, ঝিনাইদহের উপর দিয়ে বয়ে গেছে নবগঙ্গা, চিত্রা, কুমার, বেগবতি, গড়াই, ইছামতি, ডাকুয়া, কপোতাক্ষ, কালীগঙ্গা, কোদলা, বুড়ী ও ফটকী নদ-নদী। যার মোট আয়তন ১ হাজার ৬’শ ৪১ দশমিক ৭৫ হেক্টর।

ঝিনাইদহ শহরের বুকচিরে বয়ে যাওয়া নবগঙ্গা নদী। বিভিন্ন স্থানে নদীর জায়গা দখল করে নির্মাণ করা হচ্ছে ঘরবাড়ি, দোকানপাট ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান। ড্রেনের ময়লা আবর্জনা গিয়ে পড়ছে নদীতে।

এসব কারণে একদিকে যেমন কমছে নদীর প্রশস্ততা, সেই সঙ্গে মাছসহ জলজ প্রাণী ও পরিবেশ হুমকির মুখে পড়ছে। তাই দ্রুত সরকারকে ব্যবস্থা গ্রহন করার দাবি স্থানীয়দের।

ঝিনাইদহ শহরের কাঞ্চন নগর এলাকার ষাটোর্ধ রাশেদ মালিতা বলেন, ছোটকালে দেখেছি নবগঙ্গা নদীতে বড় বড় নৌকা আসত। ধোপাঘাটা ব্রীজ এলাকায় নৌকা নোঙর করে ব্যবসায়ীরা ঝিনাইদহ শহরে আসতো।

কিন্ত সেই নদীতে এখন ডিঙ্গি নৌকাও চলে না। বর্ষা মৌসুমে একটু পানি থাকলেও শীত মৌসুমে পানি থাকে না। হেটেই নদী পার হওয়া যায়।

একই এলাকার পার্থ মল্লিক নামের আরেক বাসিন্দা বলেন, দখল হওয়া জায়গা দখলমুক্ত করে নদী খনন করা হলে নদীগুলো তার নাব্যতা ফিরে পেত। এ জন্য জেলা প্রশাসনসহ সরকারের সংশ্লিষ্ট কর্তপক্ষের

হস্তক্ষেপ কামনা করেন তিনি।

ঝিনাইদহ পরিবেশ ও জীব বৈচিত্র সংরক্ষন কমিটির সাধারণ সম্পাদক ও নদী রক্ষা কমিটির নেতা মিজানুর রহমান বলেন, জেলার সবগুলো নদীই এখন দখলদারদের দখলে।

এ দখলদারদের উচ্ছেদ করার জন্য আমরা প্রশাসনকে বার বার তাগাদা দিচ্ছি। তাদের সাথে মিটিং করছি, স্মারকলিপি দিচ্ছি। কিন্তু মজার বিষয় হচ্ছে আজ পর্যন্ত স্থানীয় প্রশাসন দখলদারদের উচ্ছেদের ব্যাপারে কোন প্রদক্ষেপই গ্রহণ করেনি। সারাদেশের ন্যায় ঝিনাইদহে নদীগুলো দখলমুক্ত করার আহ্বান জানান তিনি।

এ ব্যাপারে ঝিনাইদহের জেলা প্রশাসক সরোজ কুমার নাথ বলেন, নবগঙ্গা নদীর উৎসমুখ চুয়াডাঙ্গার মাথাভাঙ্গা নদী থেকে আসা এ নদীটির মুখ বন্ধ হয়ে আছে বহুবছর ধরে।

এবার চুয়াডাঙ্গা জেলাকে অনুরোধ করা হয়েছে উৎস্যমুখ খনন করার জন্য। সেখানকার জেলা প্রশাসন জানিয়েছেন উৎসমুখ খনন করার জন্য মন্ত্রনালয়ে প্রস্তবনা পাঠিয়েছেন।

সেখানে খনন করা হলে চিত্রা, বেগবতি আর নবগঙ্গা কিছুটা হলেও পানি পাবে। এছাড়াও যেসব স্থানে অবৈধ দখলদার রয়েছে সেখানে দ্রুতই অভিযান চালিয়ে দখলদারদের উচ্ছেদ করা হবে।

যেমন হবে তথ্যপ্রযুক্তির ২০২০

লক্ষ্য যদি মহাকাশ হয় এবং কাঁড়ি কাঁড়ি অলস টাকা থাকে, তবে ২০২০ সালটা আপনার লক্ষ্যপূরণের বছর হতে পারে। অবশ্য মহাকাশযাত্রায় অনীহা থাকলেও বছরটা আপনার হতে পারে। কেমন যেন জ্যোতিষীদের ভাষায় লেখা এগোচ্ছে।

অবশ্য ভবিষ্যদ্বাণী তো জ্যোতিষীদেরই কাজ। কথা না বাড়িয়ে চলুন দেখে নেওয়া যাক, ২০২০ সালের ঝুলিতে তথ্যপ্রযুক্তি খাতের জন্য গুরুত্বপূর্ণ কী কী থাকতে পারে।

মহাকাশ ভ্রমণ সহজ হবে

মহাকাশ ভ্রমণের জন্য অন্যতম বছর হবে ২০২০ সাল। জানিয়েছেন এভিয়েশন উইক অ্যান্ড স্পেস টেকনোলজির জ্যেষ্ঠ সম্পাদক গাই নরিস। যুক্তরাষ্ট্র সম্প্রতি দুটি মহাকাশযান তৈরি করেছে।

সবকিছু পরিকল্পনামতো হলে চলতি বছরেই সাত নভোচারীর একটি দল বোয়িং সিএসটি-১০০ স্টারলাইনারে চড়ে পরীক্ষামূলকভাবে মহাকাশের উদ্দেশ্যে যাত্রা করবেন।

এদিকে বছরের শুরুতে স্পেসএক্সের ড্রাগন ক্যাপসুলের চূড়ান্ত পরীক্ষা শেষ হওয়ার কথা। পরীক্ষা সফল হলে মানুষ নিয়ে মহাকাশে ভ্রমণসেবা দেবে বলে জানিয়েছে স্পেসএক্স।

এদিকে যাত্রী নিয়ে মহাকাশ ভ্রমণের প্রস্তুতি নিচ্ছে ব্লু অরিজিন ও ভার্জিন গ্যালাকটিক। ইতিমধ্যে আড়াই লাখ ডলারে ৬০০ টিকিট বিক্রি করেছে শেষোক্ত প্রতিষ্ঠানটি।

পরিবেশ রক্ষায় প্রযুক্তি

বছর বছর যে অব্যবহূত ফোনের সংখ্যা বাড়ছে, তা জানাতে পরিসংখ্যানের প্রয়োজন নেই। এসব অব্যবহূত পড়ে থাকা ফোন পরিবেশ দূষণের অন্যতম কারণে পরিণত হয়েছে। তাই পরিবেশ রক্ষায় এগিয়ে এসেছে প্রযুক্তি পণ্য নির্মাতারাও।

পরিবেশবান্ধব উপায়ে ফোন উৎপাদনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে অনেক প্রতিষ্ঠান। এতে উৎপাদনের প্রক্রিয়া হবে পরিবেশবান্ধব এবং সহজে নষ্ট ফোন সারান যাবে।

ফোন ছাড়াও টিভি, ওয়াশিং মেশিন, ভ্যাকুয়াম ক্লিনার ইত্যাদি যন্ত্র একই পদ্ধতিতে তৈরি করা হবে। টেলিযোগাযোগ প্রতিষ্ঠান ভোডাফোন জানায়, ২০২৩ সালের মধ্যে তাদের নেটওয়ার্ক নবায়নযোগ্য জ্বালানির সাহায্যে চলবে।

সবকিছুতে নমনীয় পর্দা

স্যামসাংয়ের প্রথম ফোল্ডেবল পর্দার স্মার্টফোন নিয়ে অভিযোগ কম ছিল না। সে তুলনায় মটোরোলা রেজর কিছুটা ইতিবাচক সারা তৈরি করেছে।

এ বছর নমনীয় পর্দার ট্যাবলেট আনার কথা জানিয়েছে স্যামসাং। অন্যদিকে চীনা প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান টিসিএল চলতি বছরেই নমনীয় পর্দার ফোল্ডেবল স্মার্টফোন, স্মার্ট স্পিকার, ফ্রিজের দরজা ইত্যাদি ছাড়ার ঘোষণা দিয়েছে।

ফাইভ-জি নেটওয়ার্কের প্রসার

গত বছরের শেষের দিকে ফাইভ-জি নেটওয়ার্ক চালু করে প্রায় ২২ দেশের ৪০ অপারেটর। এ বছর শেষে তা বেড়ে গিয়ে ১২৫ অপারেটর হবে বলে জানায় একটি টেলিযোগাযোগ গবেষণা প্রতিষ্ঠান।

উন্নত হবে কোয়ান্টাম কম্পিউটার

গুগল গত অক্টোবরে কোয়ান্টাম কম্পিউটারের সাহায্যে ২০০ সেকেন্ডে এমন কাজ করার দাবি জানায়, সুপারকম্পিউটারের যা করতে ১০ হাজার বছর লেগে যাবে।

কেউ কেউ গাঁইগুঁই করলেও অনেক বিশেষজ্ঞ ঘটনাটিকে বড়ো অর্জন হিসেবেই দেখেছেন। তাছাড়া, ২০২০ সালে সবাইকে কোয়ান্টাম কম্পিউটার ব্যবহারের সুযোগ করে দেবে বলে জানিয়েছে গুগল।

এদিকে আইবিএম, রিগেটি ও অয়ন-কিউয়ের মতো প্রতিষ্ঠানগুলোও বসে নেই। সব মিলিয়ে এ বছরে কোয়ান্টাম কম্পিউটার তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি দেখা যেতে পারে।

সূত্র:বিবিসি

- প্রযুক্তি ডেস্ক

ভবিষ্যদ্বাণী কতটুকু মিলল?

২০২০ শুধু নতুন একটা বছর নয়, নতুন দশকেরও শুরু। বছরটা নিয়ে অনেকেই ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন বিভিন্ন সময়ে। তাঁদের মধ্যে মার্কিন উদ্ভাবক রে কুর্জওয়েইল অন্যতম। মাইক্রোসফটের সহপ্রতিষ্ঠাতা বিল গেটসও এই তালিকায় আছেন। ২০২০ সালটা যখন চলেই এল, চলুন দেখা যাক,

ভবিষ্যদ্রষ্টার অনুমানের সঙ্গে বাস্তবতার কতটা মিল রয়েছে।

কম্পিউটার অদৃশ্য হবে
ঘটনা সত্য বলা যায়। পেটমোটা কম্পিউটারের দিন শেষ। এখন দেয়ালে, আসবাবে, অলংকার থেকে শুরু করে শরীরে কম্পিউটার মিশে থাকে। সবকিছু তারহীন হয়ে যাচ্ছে।

কাগজের বই বা নথি থাকবে না
বই প্রকাশনাশিল্পের আকার হ্রাস পেলেও এখনো ছাপা বইয়ের বিপুল চাহিদা রয়েছে। বাংলাদেশসহ প্রায় সব দেশের জন্যই তা সত্য। আর ডিজিটাল নথির ব্যবহার বাড়লেও কাগুজে নথি বিলুপ্ত হওয়ার ঢের বাকি।

প্রত্যেকের প্রতিটি পদক্ষেপ নজরদারির আওতায় আসবে
এমনটা হচ্ছে বলে অনেকেই মানেন। পকেটে স্মার্টফোন থাকলেই আক্ষরিক অর্থে ব্যবহারকারীর পদক্ষেপের হিসাব রাখা সম্ভব। তার ওপর স্মার্টঘড়ির মতো স্মার্ট অনেক ট্র্যাকার আমাদের সঙ্গে থাকছে। পথে পথে ক্যামেরা আমাদের চেহারা শনাক্ত করছে। এরপর নাকি সরাসরি মস্তিষ্কে কম্পিউটারে যুক্ত করা হবে।

আমাদের চালকবিহীন গাড়ি থাকবে
আংশিক সত্য। টেসলা, গুগলের ওয়েমোর পাশাপাশি রাইড ভাগাভাগির সেবা উবারও চালকবিহীন গাড়ি নিয়ে কাজ করছে। বিশ্বের অনেক দেশে পরীক্ষামূলক যাত্রী পরিবহনও শুরু হয়েছে। তবে সর্বসাধারণের স্তরে আসেনি এখনো।

মঙ্গলে পা রাখবে মানুষ
এখনো না। অন্তত মানুষ পারেনি। তবে আটটি মানুষহীন মহাকাশযান মঙ্গলে অবতরণ করেছে।

মানুষের ব্যক্তিগত ভার্চ্যুয়াল সঙ্গী থাকবে
বিল গেটসের অনুমান ছিল এটি। আমাজনের অ্যালেক্সা, গুগলের অ্যাসিস্ট্যান্ট বা অ্যাপলের সিরি অনেকটা তেমনই। ওয়েব থেকে তথ্য সংগ্রহ করে আমাদের প্রশ্নের উত্তর দেয়, কাজের কথা মনে করিয়ে দেয়, নির্দেশ পালন করে—বলা যায় গেটসের অনুমান ঠিকই ছিল।

ইন্টারনেট আর মস্তিষ্ক এক হয়ে যাবে
প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। তবে এখন পর্যন্ত বড়সড় উদ্ভাবনের খবর মেলেনি। অন্যদিকে ব্রেইন-কম্পিউটার ইন্টারফেস নিয়ে মার্ক জাকারবার্গের ফেসবুক, ইলন মাস্কের নিউরালিংকসহ বেশ কিছু

প্রতিষ্ঠান কাজ করে যাচ্ছে।

সূত্র: ইউএসএ টুডে

ঝিনাইদহে আলমসাধুর ধাক্কায় ভ্যানচালক নিহত

ঝিনাইদহ সদর উপজেলার বৈডাঙ্গা বাজারে আলমসাধুর ধাক্কায় শাহিন হোসেন (১৮) নামের এক ভ্যান চালক নিহত হয়েছে।

সোমবার সকালে বৈডাঙ্গা বাজারে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত শাহিন হোসেন সদর উপজেলার উত্তরনারায়পুর গ্রামের জামাল হোসেনের ছেলে।

ঝিনাইদহ সদর থানার ওসি মঈন উদ্দিন জানান, সকালে শাহিন উদ্দিন ব্যাটারী চালিত ভ্যান নিয়ে বৈডাঙ্গা বাজারে যাচ্ছিল। বাজার এলাকায় পৌঁছালে একটি আলমসাধু ভ্যানটিকে ধাক্কা দেয়। এতে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়।

এই মৃত্যুতে পরিবারে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

- ঝিনাইদহ প্রতিনিধি